যায়যায়দিন

23 NOV 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

র‍্যাব ক্যাম্পাসে মজুদ হচ্ছে অস্ত্র, তৈর হচ্ছে বোমাও

কামরুজ্জামান শাহীন রাজশাহী অফিস

আবাসিক হলসহ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন নিরাপদ স্থাপনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুকিয়ে রাখা হচ্ছে নানা প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকায় বোমাও তৈরি হচ্ছে। ক্যাম্পাস সচল হলে এসব আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। বিষয়টি ইতিমধ্যে ইউনিভার্সিটি প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইউনিভার্সিটি সূত্র জানায়, ঈদুল ফিতরের ছুটি দুই দফায় ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর ফলে ক্যাম্পাসে ক্লাস-পরীক্ষা না চললেও বর্তমানে আবাসিক হলগুলো খোলা রয়েছে। পাশাপাশি চলছে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম। এতে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা নির্বিঘ্নে থাকতে পারছেন হলে। আর যারা তা পারছেন না, তারা অবস্থান নিয়েছেন ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মেসে। ফলে অফিশিয়ালি বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ ক্যাম্পাসে রয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো মিছিল-সমাবেশও করছে। পাশাপাশি সংগঠনগুলোর ক্যাডাররা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করছে নিজেদের। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা এবং ইউনিভার্সিটির একটি সূত্রে জানা গেছে।

গত শনিবার গভীর রাতে সর্বশেষ ফায়ারিংয়ের শব্দ শোনা গেছে শহীদ হবিবুর রহমান হল এলাকায়। এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে শহীদ শামসুজ্জোহা হলের পূর্বদিকে বধ্যভূমির পাশে তিনবার ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনতে পায় শিক্ষার্থীরা। একটি গোয়েন্দা সংস্থা ফায়ারিংয়ের সত্যতা স্বীকার করেছে। তবে এ বিষয়ে এখনো ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের কাছে তথ্য আসেনি বলে জানিয়েছেন ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টর ড. এনামুল হক। তিনি বিষয়টির খোজ নেবেন বলে জানান।

একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা ও বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, আবাসিক হলগুলোর চেয়ে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকা বিনোদপুর, কাজলা, তালাইমারি, মেহেরচণ্ডী, খড়খড়ি ও বুধপাড়া এলাকায় কিছু ছাত্রাবাস ও নির্জন বাড়িতে মজুদ করে রাখা হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র। এসব এলাকার মধ্যে মেহেরচণ্ডী, খড়খড়ি ও বুধপাড়ার স্কুলপাড়া এলাকায় উঠতি বয়সের ১৫/২০ জনের একটি গ্রুপ বোমা তৈরি করে ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে বিক্রি করছে বলেও জানা গেছে। সূত্রটি জানায়, এই গ্রুপটি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জনযুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ, ইউনিভার্সিটি ও রাজশাহী কলেজের কিছু শিক্ষার্থীও জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত তিন মাসে অস্ত্রের ছোট ছোট কয়েকটি চালান এসেছে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী বিনোদপুর, কাজলা, মেহেরচণ্ডী ও বুধপাড়া এলাকায়। এর মধ্যে বিনোদপুর এলাকায় আসা অস্ত্রের চালানটি রয়েছে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের বেশ কিছু অপরিচিত নেতাকর্মীর হেফাজতে। ইউনিভার্সিটি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন দাবি করেন, নিজেদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেছে আশঙ্কায় কেয়ারটেকার সরকার আমলে ছাত্রশিবির লাখ লাখ টাকার অস্ত্র কিনেছে। এসব অস্ত্র তারা ছাত্রলীগসহ বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীকে দমাতে ব্যবহার করবে। তবে এ ব্যাপারে ছাত্রশিবিরের ইউনিভার্সিটি সেক্রেটারি দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী বলেন, তাদের সংগঠন আদর্শিক সংগঠন, অস্ত্রনির্ভর নয়। তাদের দলের কেউ কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করেনি বলে তিনি দাবি করেন।